unit - 11 102.

প্রশ্ন:- মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাট্য প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা কর।

অথবা

প্রশ্ন:- বাংলা নাটকে মধুসূদনের অবদান আলোচনা কর।

উত্তর:- **ভূমিকা**: বাংলা নাটকের যথার্থ প্রতিষ্ঠা মধুসূদনের হাতেই। মধুসূদনের আগে পর্যন্ত বাংলা নাটকের প্রস্তুতি পর্ব চলছিল। বেলগাছিয়ার থিয়েটারে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলীর' নাটকের আমন্ত্রিত দর্শক হিসাবে উপস্থিত হয়ে 'রত্নাবলী'র অভিনয় দেখার পর বাংলা নাটকের দুর্দিন কাটাতে তিনি নাটক রচনায় প্রয়াসী হন। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে রাধার 'কুবজী মরম' গ্রহণের মতোই মধুসূদনের হাতে পড়ে জন্ম লগ্নেই বাংলা নাটক যেন যৌবন ধর্মে উত্তীর্ণ হলো। সমালোচক লিখেছেন-

"মধুসূদনের কর স্পর্শে পুরাণ প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল, ইতিহাস সঞ্জীবিত হইল, সামাজিক জীবন নবজীবন লাভ করিল।"

নাট্য পরিচয়: মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত নাটকগুলোকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন-

(১) পৌরাণিক নাটক: 'শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)', 'পদ্মাবতী (১৮৬০)', 'মায়াকানন (১৮৭৪)'।

(২) ঐতিহাসিক নাটক: 'কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)'।

(৩) প্রহসন নাটক: 'একেই কি বলে সভ্যতা?' (১৮৬১), 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০)।

❖ **নীচে মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:-**

শর্মিষ্ঠা: মাইকেল মধুসূদনের লেখা প্রথম সার্থক নাটক হলো শর্মিষ্ঠা। এটি একটি পৌরাণিক নাটক। মাইকেল মধুসূদন একটি ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন। এটিই আধুনিক পাশ্চাত্য শৈলীতে রচিত প্রথম বাংলা নাটক। নাটকটি কাহিনি পাঁচ অঙ্কে এবং তেরোটি গর্ভাঙ্কে বিন্যস্ত হয়েছে। নাটকের আখ্যানবস্তু মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত রাজা যযাতি, শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনি অবলম্বনে রচিত। নাটকটি মধুসূদন মহাকবি 'কালিদাস'কে উৎসর্গ করেন।

পদ্মাবতী: 'শর্মিষ্ঠা'র মতো 'পদ্মাবতী'ও পৌরাণিক নাটক। গ্রিক পুরাণের কাহিনি 'অ্যাপেল অব ডিসকর্ড' থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে মধুসূদন ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে 'পদ্মাবতী' নাটকটি রচনা করেন। তিনি শুধু কাহিনিটিকে গ্রহণ করেননি, নাটকটিকে সম্পূর্ণ আমাদের সমাজের উপযোগী করে রূপদান করেন। এ নাটকের ভাষা নাটকীয়, বিভিন্ন স্থানে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করেছেন। যেমন:-

"বিধির এ বিধি কিন্তু কে পারে লঙ্ঘিতে?
ছায়ায় কি ফল কবে দরশে তরুর?"

মায়াকানন: 'পদ্মাবতী'র পর মহাভারতের উপখ্যান নিয়ে 'সুভদ্রা' নামে একটি নাটক রচনায় মধুসূদন প্রয়াসী হয়েছিলেন কিন্তু শেষ করতে পারেননি। মধুসূদনের মৃত্যুর পর ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে 'মায়াকানন' নাটকটি প্রকাশিত হয়। অসুস্থ শরীরে লেখা 'মায়াকানন' নাটকে মধুসূদন নাটকীয় উৎকর্ষতা প্রমাণ করতে পারেননি।

কৃষ্ণকুমারী: ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' প্রকাশিত হয়। এই নাটকটি বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক। এই নাটকে মধুসূদন শেক্সপিয়রের নাট্যাদর্শকে অনুসরণ করেছেন। এই নাটকের কাহিনি তিনি টড প্রণিত 'Annals and Antiquitis of Rajasthan' থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। এই নাটকের মাধ্যমে মধুসূদন পুরাণের জগৎ ছেড়ে ইতিহাসের জগতে প্রবেশ করে মানবচরিত্রকে সার্থক ও সফলভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন,

"বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক এক যুগান্তরকারী রচনা।"

একেই কি বলে সভ্যতা?: বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রহসন রচয়িতা হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইয়ংবেঙ্গলের অতিরিক্ত মদ্যাসক্তি এবং অন্যান্য নানা দোষকে ব্যঙ্গ করেই 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসন মূলক নাটকটি রচিত। মধুসূদন ১৮৮০খ্রিষ্টাব্দে এই নাটকটি রচনা করেন। এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হলো নববাবু। নাটকটিতে বিশেষ করে মদের আড্ডার বাস্তবাত্মক ছবিটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ: পাইকপাড়ার বিদ্যোৎসাহী জমিদার সিংহ ভাইদের অনুরোধে মধুসূদন 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন মূলক নাটকটি ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন। এই প্রহসনে তিনি তথাকথিত প্রাচীন ব্রাহ্মণ সমাজপতির কু-চরিত্র স্পষ্ট স্বভাব খুব রসালোভাবে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন।

পরিশেষে বলতে চাই, মধুসূদন পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শে বাংলা নাটক রচনা রচনায় যে পথ তৈরি করে দিয়েছিলেন তা পরবর্তীকালে প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ নাট্যকার সেই পথে পদচারণা করেছেন। তাছাড়া মধুসূদন তাঁর রচিত প্রহসন নাটকে যে স্বাভাবিক কথ্যভাষার প্রয়োগ করেছেন তার তুলনা মেলা ভার। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-

"মধুসূদনের নাট্যরচনায় সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণের চিহ্নত থাকলেও, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলে ঘনিভূত নাট্যরসে নাটকীয় রসপুষ্টির জন্য ঘটনাবিন্যাস এবং চরিত্র সৃষ্টি ও মূল্যায়নে আধুনিক যুগের বাঙালির প্রাণধর্ম ও জীবন নিষ্ঠার পরিচয় সুস্পষ্ট।"

******

provided by Jarin Barbhuiya